



295357 - সাহাবায়ে করোমরে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহার

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাহাবায়ে করোমরে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহার ছিল আল্লাহর নরিদশে মতোভাবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলার নমিনোকত বাণীতে উদ্ভূত হয়েছে: "আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি ক্রোমল আচরণ করছিলেন / যদি আপনি রুঢ় ও কঠনিহৃদয় হতেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে যত / আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন, তাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করুন এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর সাহাবীবর্গের সাথে আচরণের ক্রত্রে তনিটি গুণে প্রতি উদ্ভূদধ করা হয়েছে:

এক: তাদের সাথে দয়ালু ও ক্রোমল হওয়া এবং তাদেরকে ক্রমা করে দেওয়া। এটাই ছিল সাহাবীদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসছেন / তোমরা যাত কষ্ট পাও তা তার জন্যও কষ্টদায়ক / তনি তোমাদের কল্যাণক্রামী এবং মুনিদের প্রতি স্নহেশীল ও দয়ালু।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮]

তাঁর দয়ার উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে তাদেরকে শক্রিদানের ক্রত্রে এবং তাদের মধ্যে যারা কছুটি রুঢ় ব্যবহারে অভ্যস্থ ছিল তাদের প্রতি তনি ছিলেন দয়ালু ও ধরৈয়শীল। আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তনি বলেন: "একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাঁটছিলাম / তাঁর গায়ে নাজরানী মোটা পাড়ের ডোরাকাটা চাদর ছিল / এমন সময় এক বদুইনের সাথে দেখা হল / সে তাঁর চাদর ধরে জেরে টান দলি / আনাস বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গলার দকি তাকিয়ে দেখলাম জেরে টান দয়ের কারণে চাদরের পাড় তাঁর গলায় দাগ করে ফলেছে / এরপর লোকটি বলল: হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আল্লাহর সম্পদের যা আছে সেটো থেকে আমাকে কছু দয়ের নরিদশে দিন / তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দকি তাকিয়ে হসে দলিনে / এরপর তার জন্য অনুদান দয়ের নরিদশে



দলিনে / [সহহি বুখারী (৬০৮৮) ও সহহি মুসলমি (১০৫৭)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "এক বদুইন মসজিদে পশোব করে দলি। লোকেরা তার উপর চড়াও হওয়ার জন্য ছুটে গলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে বললেন: তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পশোবের উপর এক ذنوب (বালতি) কথিবা এক سجل (বালতি) পানি ঢেলে দাও (শব্দরে ব্যাপারে রাবীর সন্দেহ)। তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠনি করার জন্য নয়।" [সহহি বুখারী (৬১২৮)]

মুয়াবিয়া বনি হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) বলেন: "একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তখন এক লোক হাঁচি দলি। আমি বললাম: ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার প্রতিদয়া করুন)। তখন লোকেরা চোখ রাঙিয়ে আমার দকি তাকাল। আমি বললাম: আরে কী বপিদ! আপনাদের কী হল? আপনারা আমার দকি তাকাচ্ছেন কেন? তখন তারা তাদরে হাত দিয়ে রানরে উপর আঘাত করল। যখন আমি দখেলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছেন আমি চুপ করে গেলোম। এরপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে করলেন—আমার পতিমাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোন! আমি তাঁর পূর্ববে ও তাঁর পরে তাঁর চয়ে উত্তম কোন শিক্ষাদাতা দখেনি— আল্লাহর শপথ তিনি আমাকে ধমক দলিনে না, মারলনে না এবং গালমন্দও করলনে না। তিনি বললেন: নশিচয় এ নামাযে মানুষের কোন কথা বধৈ নয়। কবেল (বধৈ হল) তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।" [সহহি মুসলমি (৫৩৭)]

সাহাবীদের সাথে তাঁর দয়াশীল হওয়ার আরকেটি উদাহরণ হচ্ছে তিনি ছিলেন তাদরে সাথে অত্যধকি হাসখুশি।

জারীর বনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন আমাকে তার কাছ প্রবেশে বাধা দনেনি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হিসেছেন।" [সহহি বুখারী (৬০৮৯) ও সহহি মুসলমি (২৪৭৫)]

আব্দুল্লাহ বনি আল-হারছে বনি জায় থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চয়ে অধকি মুচকি হাসতে আর কাউকে দখেনি।" [সুনানে তরিমযি (৩৬৪১), আলবানী 'সহহি সুনানে তরিমযি' গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আল্লাহর সন্তুষ্টির দাবীসূচক ক্ষতের ছাড়া অন্য কোন ক্ষতেরে তাঁর রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ পতে না এবং তিনি তাঁর সাহাবীবর্গেরে দ্বীনদারি সুরক্ষা করতনে।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো বযিরে মধ্যে নরিবাচন করার স্বাধীনতা দয়ো হলে তিনি সহজটাই নরিবাচন করতনে; যতক্ষণ না তা গুনাহর কাজ না হত। যদি গুনাহর কছি হত তাহলে গুনাহ থেকে তিনি সিব্বাধকি দূরে অবস্থান করতনে। আল্লাহর শপথ! তাঁর সাথে কৃত দুর্ব্ব্যবহারেরে ক্ষতেরে তিনি কখনও তাঁর



নজিরে জন্য প্রতশোধ গ্রহণ করনেনি; যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মর্যাদা ক্షুণ্ণ না হত / আল্লাহর মর্যাদা ক্షুণ্ণ হলে তিনি প্রতশোধ নতিনে / [সহহি বুখারী (৬৭৮৬)]

দুই: তিনি তাঁর সাহাবীবর্গের জন্য এবং যত্নে তাকে ক্షপেয়িচ্ছে তার জন্য ক্షমা প্রার্থনা করতেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, তিনি বলেন: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ তো একজন মানুষ / মানুষ যত্নে রাগ করে তিনিও সত্নে রাগ করে / আমি আপনার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছি যে অঙ্গীকারটি আপনি ভঙ্গ করবেন না / যে মুমিনকে আমি ক্షট দিয়েছি, ক্షিবা গালি দিয়েছি ক্షিবা প্রহার করছি আপনি সত্নে তার জন্য গুনাহ মচোনকারী বানিয়ে দিন এবং নকটযশীল কর্ম বানিয়ে দিন; যা ক্షিয়মত্রে দিন তাকে আপনার নকটবর্তী করে দিবে।" [সহহি বুখারী (৬৩৬১) ও সহহি মুসলিম (২৬০১)]

তিনি:

যে বিষয়ে সদিধান্ত গ্রহণ অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও যুক্তিনির্ভর সক্ষেত্রে তিনি একা সদিধান্ত দতিনে না। তাঁর সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করতেন, সদিধান্ত গ্রহণে তাদরেকও অংশীদার করতেন— আল্লাহ তাআলার সেই কথাটি পালনার্থে: (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদরে সাথে পরামর্শ করুন [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

"এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিষয় সামনে আসলে তাদরে সাথে পরামর্শ করতেন; মানসিকভাবে তাদরেক প্রশান্ত করার জন্য এবং তারা যত্নে তাদরে তৎপরতায় অধিক উদ্যোগী হয় সজেন্য। যত্নেভাবে তিনি বদররে দিন বণকি দলটকি পাকড়াও করার জন্য বরে হওয়ার ব্যাপারে তাদরে সাথে পরামর্শ করছিলেন। তারা বলছিলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিনে আমরাও আপনার সাথে সাগর পাড়ি দিবি। আপনি যদি আমাদের নিয়ে 'বারকাল গমিদ'-এ গমন করনে আমরা আপনার সাথে সখোনই যাব। মুসা আলাইহিস সালামরে কওম যত্নে কথা বলছে, "আপনিও আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করুন / আমরা এখানে বসে আছি।" এমন কথা আমরা বলব না। বরঞ্চ আমরা বলব: আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা আপনার সামনে, ডানে ও বামে থেকে লড়াই করব।

তিনি তাদরে সাথে এ পরামর্শও করছেন যে, অবস্থানস্থল কথায় হব? আল-মুনযরি বনি আমর (যার উপাধি আল-মু'নকি লইয়ামুত) পরামর্শ দিয়েছেন যে, শত্রুপক্ষ থেকে এগিয়ে যতে। অনুরূপভাবে উহুদ যুদ্ধরে সময় তিনি তাদরে সাথে পরামর্শ করছেন যে, মদনিত্তে অবস্থান করবেন; নাকি শত্রুর দকি বরে হবেন। তখন অধিকাংশ সাহাবী শত্রুর দকি বরে হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি (মদনি থেকে) বরে হন।

অনুরূপভাবে খন্দকরে যুদ্ধরে দিন তিনি মদনির ঐ বছরে এক তৃতীয়াংশ খজুররে বনিমিয়ে বপিক্ষ দলগুলোর সাথে সন্ধি



করার ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করছেন। তখন দুই সা'দ: সা'দ বনি মুয়ায ও সা'দ বনি উবাদা এতে আপত্তি জানালে তিনি এই প্রস্তাব বাদ দেন।

হুদাইবযিয়ার দিনও তিনি মুশরকিদরে ছলেসেন্তানদরে উপর হামলা করার ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করছেন। তখন আবু বকর সদ্দিকি (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসনি। আমরা উমরা করতে এসেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রাঃ) যা বলছেন সটো গ্রহণ করেন।

ইফকরে ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

ওহে মুসলমানরো! আপনারা আমাকে এমন লোকগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ দিন যারা আমার পরবিাররে উপর অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরবিাররে ব্যাপারে খারাপ কিছু জানি না। তারা এমন ব্যক্তির উপর অপবাদ দিয়েছে যার ব্যাপারে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

তিনি আলী (রাঃ) ও উসামা (রাঃ) এর সাথে আয়শো (রাঃ) কে ত্বালাক দয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করছেন।

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করতেন।"[তাফসরি ইবনে কাছরি (২/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

<https://almunajjid.com/9468>

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।